প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অসদুপায় বন্ধের জন্য—

পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তনের উদ্যোগ

॥ আলমগীর হোসেন ॥

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তন করা হইতেছে। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত 'কোর্স পদ্ধতির' ন্যায় পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় অসদুপায় রোধকল্পে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দুইটির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। আগামী ২৩শে জুন এ ব্যাপারে চারটি বোর্ডের যুক্ত সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করা হইবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলিয়াই এ ঘটনাগুলি প্রতি বছরই ঘটিতেছে। এই সকল ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হইলে ইহার পুনরাবৃত্তি বহুলাংশে লোপ এমনকি বন্ধ হইয়া যাইতে পারিত। গত বছর সাভার অধরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার সহিত যুক্ত তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। সাভারের উল্লিখিত কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত টীম তদন্তশেষে অধর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সোনালী ব্যাঙ্কের সাভার শাখার ম্যানেজার ও সাভারের সি,ও

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

৭৯ জন অসুস্থ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

টাঙ্গাইল সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭৯ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থী 'সীকবেডে' পরীক্ষা দিতেছে। এই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শুরু হওয়ার দুইদিন পূর্বে একযোগে অসুস্থতা ঘোষণা করে। অসুস্থতা প্রমাণ করার জন্য তাহারা সকলে একই ডাক্তারের নিকট হইতে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও প্রদান করিয়াছে। কি ধরনের অসুস্থতা এইভাবে একযোগে এতজন পরীক্ষার্থীকে

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রশ্নপত্র ফাঁস

(১ম পৃঃ পর)

(উন্নয়ন)-এর বিরুদ্ধে এই ঘটনার সহিত জড়িত থাকার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষককে চাকুরী হইতে অবিলম্বে অপসারণের জন্য তদন্ত কমিটি সুপারিশ করিলেও উহা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে কার্যকর করা হয় নাই।

নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি

নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি হইবে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের পরীক্ষা ৬০ নম্বরের। এই অংশের পরীক্ষা বিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের (ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন) উপর প্রদান করা হইবে। এই মূল্যায়নের দায়িত্ব বিদ্যালয় ও কলেজগুলির শিক্ষকদের উপর অর্পণ করা হইবে। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে পাঠাইতে হইবে। একশত নম্বরের অবশিষ্ট ৪০ নম্বরের উপর চূড়ান্ত পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবে। বোর্ডের অধীনে গৃহীত পরীক্ষার জন্য প্রতিটি বিষয়ে একাধিক প্রশ্নপত্র তৈরী করা হইবে। তন্মধ্যে কোন্ সেট প্রশ্নপত্র সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় ব্যবহার করা হইবে, উহা কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরীক্ষার দুই/একদিন পূর্বে উহা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ককে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

বিদ্যালয় বা কলেজগুলিতে ৬০ নম্বরের মূল্যায়ন যাহাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়, উহার জন্য বোর্ডের অধীনে একটি কার্যকর পরিদর্শক দল গড়িয়া তোলা হইবে। এই দল শুধু পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলী দেখাশুনা করিবে।

প্রশ্নপত্র তৈরীর বর্তমান পদ্ধতি

বর্তমান ব্যবস্থায় বোর্ডগুলিতে একটি বিষয়ে মাত্র একটি প্রশ্ন ছাপানো হয়। সংশ্লিষ্ট বোর্ডের বাহিরের এলাকার দক্ষ শিক্ষাবিদদের দিয়া প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। তাহারা প্রশ্নটি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে প্রদানের পর বোর্ডে ৩ জনের একটি গ্রুপ এই প্রশ্নপত্রটিকে 'মডারেট' করিয়া প্রধানতঃ ইহার আঙ্গিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া থাকেন। ইহার পর প্রশ্নটি সীলমোহর করিয়া সরকারী মুদ্রণালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, এই পদ্ধতিতে কোন প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কোন সুযোগ নাই। ইহাছাড়া, যাঁহারা প্রশ্ন তৈরী ও মডারেট করেন, তাহারাও গুণীজন। কয়েক যুগ যাবৎ তাঁহারা প্রশ্ন তৈরী করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন, মুদ্রণালয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে নাই এবং ওখান হইতেই প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

সিআইডি'র ভাষ্য

সিআইডি'র ডিআইজি'র সহিত গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে যোগাযোগ করিয়া চলতি এইচ এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে তাঁহারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন: "এইগুলি আমাদের জিজ্ঞাসা না করিয়া হোম মিনিষ্টিকে জিজ্ঞাসা করুন। শুধু সরকার আজ্ঞা দিলেই আমরা এইগুলির তদন্ত করিতে পারি।"

চলতি এইচ এস সি পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের একটি কপি একজন অধ্যাপক গতরাত্রে 'দৈনিক ইত্তেফাকে' দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস প্রথমপত্রের ন্যায় এই পত্রের প্রশ্নও ফাঁস হইয়াছে।